NOV 15 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

পৃঃ ৭ কলাম ...

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা ॥ দাবী আদায়ের জন্য চার কর্মকর্তা ঘেরাও

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল বুধবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মচারীরা রেজিষ্ট্রার, দুই ডেপুটি রেজিষ্ট্রার ও সুপারিনটেনডেন্টকে সাড়ে ৭ ঘন্টা ঘেরাও করে রাখে বলে জানা গেছে। গতকাল সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই সকল কর্মকর্তারা ঘেরাও হতে মুক্ত হতে পারেননি। একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী প্রহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, সাবেক পিজি হাসপাতালের ৮৫০ জন তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী (২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

(প্রথম পৃঃ পর)

কর্মচারী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেননি। তারা সেখানে সরকারী কর্মচারী হিসেবেই রয়েছেন। সরকারী সুবিধা প্রদানের দাবীতে তারা আন্দোলন করে আসছিলেন। গতকাল তারা রেজিষ্ট্রার আবদুল গফুর, দুই ডিপুটি রেজিষ্ট্রার ডাঃ সফিকুর রহমান ও ডাঃ এবায়দুল্লাহ এবং সুপার ডাঃ মজিবুর রহমান ভুঁইয়াকে সকাল সাড়ে ১১টা হতে রেজিষ্ট্রারের কক্ষে ঘেরাও করে। সন্ধ্যার পর হতে কর্মচারীরা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জোর করে তাদের দাবীগুলো বাস্তবায়নে দস্তখত আদায় করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অবশেষে সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে সমস্ত দাবীসমূহ বাস্তবায়নে দস্তখত আদায় করে কর্মচারীরা ঘেরাও তুলে নেয় এবং ইহার পর কর্মকর্তারা অফিস ত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর মেডিক্যাল বিদ্যালয়ে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসকদের উপস্থিতি কমে যাওয়ায় চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে বলে চিকিৎসকরা জানান। সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মিছিল বের করে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ কামরুল হাসানের পিয়ন নূরুজ্জামানকে তারা মারধর করে বলে জানা যায়।